১. বেন্থাম ও মিলের উপযোগবাদের মধ্যে পার্থক্যগুলি আলোচনা করো।

'যে কাজ বহুজনের সুখ উৎপাদনে উপযোগী, সেই কাজ ভাল বা উচিত কাজ'-বেন্থাম ও মিল উভয়েই এইপ্রকার অভিমত পোষণ করলেও তাঁদের পরসুখবাদ বা উপযোগবাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। মুখ্য কয়েকটি পার্থক্যের উল্লেখ করা গেল:

(১) বেন্থামের পরসুখবাদে অপরের সুখ লক্ষ্য নয়, আত্মসুখই লক্ষ্য-অপরের সুখের মাধ্যমে মানুষ আত্মসুখই লাভ করতে চায়। কাজেই বেন্থামের মতে, নিজসুখ লাভের জন্য মানুষ পরসুখকে উপায়রূপে গ্রহণ করে। কিন্তু মিলের পরসুখবাদ অনুসারে নিজসুখের কথা বিস্মৃত হয়ে মানুষ অপরের সুখকে লক্ষ্যবস্তুরূপেই কামনা করে। 'লক্ষ্য থেকে উপায়ে অনুরাগের স্থানান্তরকরণের' ফলেই মানুষ তার লক্ষ্য 'আত্মসুখের' কথা বিস্মৃত হয়ে লক্ষ্যলাভের উপায় অর্থাৎ 'অপরের সুখকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে।

(২) আত্মসুখবাদ থেকে পরসুখবাদ হেতুস্বরূপ বেন্থাম কেবল 'বাহ্য-নিয়ন্ত্রণের' উল্লেখ করেছেন; কিন্তু মিল বাহ্য-নিয়ন্ত্রণ অতিরিক্তভাবে 'আন্তর-নিয়ন্ত্রণের'ও (internal sanction) উল্লেখ করেছেন। বৈন্থামের মতে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক বা শারীরিক শক্তির চাপে আত্মকেন্দ্রিক মানুষ অপরের সুখ চাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু কেবল বাহ্যশক্তির চাপে পরার্থপরতার সঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। বাহ্য-নিয়ন্ত্রণ মানুষকে অপরের সুখ কামনা করতে বাধ্য করে কিন্তু পরোপকারের ইচ্ছাকে জাগ্রত করতে পারে না। পরার্থে নৈতিক কর্মকে হতে হবে ইচ্ছাকৃত, স্বতঃপ্রণোদিত-বাধ্যতামূলক কাজের নৈতিক গুণাগুণ নেই। এজন্যই মিল বাহ্য-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আন্তর-নিয়ন্ত্রণকেও যুক্ত করেন। আন্তর- নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে বিবেকের নিয়ন্ত্রণ বা বিবেকের শাসন। কেবল নিজ হিত কামনা করলে, পরহিতে ব্রতী না হলে মানুষের বিবেক তাকে শাস্তি দেয়, এবং ঐ বিবেকের খাতিরেই মানুষ পরহিত কামনা করে। এভাবে, বাহ্য- নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আন্তর-নিয়ন্ত্রণকে যুক্ত করে পরসুখবাদ ব্যাখ্যা করার জন্য অনেকে মিলের মতবাদকে বেন্থামের মতবাদ অপেক্ষা উন্নত মতবাদ বলেন।

৩.আত্মসুখবাদ থেকে প্রসুখবাদে যাবার জন্য বেন্থাম-'নিয়ন্ত্রণ' (Sanction) অতিরিক্ত অন্য কোর্ন যুক্তি দেননি। কিন্তু মিল 'নিয়ন্ত্রণের যুক্তি' অতিরিক্ত আরও দুটি যুক্তি দিয়েছেন-'ন্যায়গত যুক্তি' (Logical argument) ও 'মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি' (Psychological argument)। মিলের ন্যায়গত যুক্তিটি হল-'প্রত্যেকে প্রত্যেকের সুখ চায়, অতএব সকলে সকলের সুখ চায়'। মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিটি হল- 'লক্ষ্য থেকে উপায়ে অনুরাগের স্থানান্তরকরণ'। কোন কাজের বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলে দেখা যায় যে, কোন এক সময়ে মানুষ তার অজ্ঞাতেই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে উপায়কেই লক্ষ্যরূপে কামনা করে। সমাজজীবনে আমাদের নিজ সুখের জন্য অপরের সুখও চাইতে হয়, না হলে সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হয়। এভাবে বার বার অপরের সুখকে উপায়রূপে গ্রহণ করে নিজসুখ কামনা করার ক্ষেত্রে কোন এক সময়ে, আমাদের অজ্ঞাতেই, লক্ষ্যটি (নিজসুখের কামনা) অপসৃত হয় এবং লক্ষ্যলাভের উপায়টি ('অপরের সুখের কামনা) লক্ষ্যরূপে দেখা দেয়।

মিলের অতিরিক্ত এই দুটি যুক্তি ত্রুটিমুক্ত না হলেও, তিনি যে নিজ হিতের সঙ্গে পরহিতের সঙ্গতি বিধানের জন্য নানা যুক্তি দর্শিয়েছেন-এই দুরূহ প্রয়াসের জন্য অনেকে তাঁর মতবাদকে বেন্থামের মতবাদ অপেক্ষা 'উন্নত' মতবাদ বলেন।

(৪) বেন্থাম ও মিলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল, সুখের গুণগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে। বেন্থামের মতে, বিভিন্ন সুখের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য কেবল পরিমাণগত। বেন্থামের মতে, সুখের মূল্য বিচার কেবল তার পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হবে। দৈহিক সুখের তীব্রতা (পরিমাণ) মানসিক সুখ অপেক্ষা বেশি হওয়ায়, দৈহিক সুখই কামনা করা উচিত। সুখের গুণগত প্রভেদ স্বীকার না করে দৈহিক সুখকে মানসিক সুখ অপেক্ষা অধিকতর কাম্য বলার জন্যই বেন্থামের পরসুখবাদকে 'স্কুল পরসুখবাদ' (Gross Altruism) বলা হয়। মিল সুখের গুণগত পার্থক্যকে স্বীকার করে মানসিক সুখকে অধিকতর কাম্য বলেন। মিলের মতে, 'আহার-বিহারের দৈহিক সুখে ইতর প্রাণী পরিতৃপ্ত হলেও মানুষ তাতে তৃপ্ত থাকতে পারে না; মানুষ 'আরও' কিছু কামনা করে এবং ঐ 'আরও' কিছু হচ্ছে সুখের গুণগত উৎকর্ষ। মিল বলেন 'স্কুল দৈহিক সুখে তৃপ্ত শূকরছানার জীবন অপেক্ষা মানসিক সুখান্বেষী সক্রেটিসের অতৃপ্ত জীবন মানুষের কাছে অনেক বেশি কামা'। সুখের গুণগত পার্থক্য স্বীকার করে মানসিক সুখকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য মিলের পরসুখবাদকে 'মার্জিত পরসুখবাদ' (Refined Altruism) বলা হয়।

কিন্তু, সুখের গুণগত পার্থক্য স্বীকার করে মিল এখানে সুখবাদেরই (Hedonism) বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃত সুখবাদী সুখের গুণগত পার্থক্য স্বীকার করতে পারেন না। মিল সুখের গুণগত উৎকর্ষের উল্লেখ করে 'সুখাতিরিক্ত অন্য এক বিষয়কে (extra hedonistic) সুখের নির্বাচনে গ্রহণ করে বাস্তবিকপক্ষে সুখবাদ থেকেই বিচ্যুত হয়েছেন। প্রকৃত সুখবাদী সুখ ভিন্ন অন্য কিছুর স্বতঃমূল্য স্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু মিল তাঁর মার্জিত পরসুখবাদে যে সুখের নির্বাচন করেছেন তা সুখের বিচার করে নয়, তা হল গুণের বিচার করে। এভাবে, সুখের পরিবর্তে সুখের গুণকে কাম্যবস্তুরূপে গ্রহণ করে মিল প্রকৃতপক্ষে সুখবাদকেই খণ্ডন করেছেন। সুখবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সম্ভবত এজন্যই বেন্থাম সুখের কেবল পরিমাণগত পার্থক্যই স্বীকার করেন, গুণগত পার্থক্যকে নয়। কাজেই, বেন্থামের স্কুল মতবাদই যে মিলের মার্জিত মতবাদ অপেক্ষা সুখবাদের সঙ্গে বেশি সঙ্গতিসম্পন্ন-এমন অভিমতই পোষণ করতে পারে।